নিশাচর সত্তা

খন্দকার জাহিদ হাসান

মহাকালের পুচ্ছ ধ'রে
আজও আমার নিশাচর সত্তা একটি আনন্দ-সংগীত
শুনতে পাওয়ার আশায়
উৎকর্ণ হয় নিকষ কালো নিস্তব্ধতার মাঝে
অকস্মাৎ পেঁচার অলক্ষুণে সরব ইশারায়
একপাল ক্ষুধার্ত হাউন্ড
রোমশ ক্রুদ্ধতায় কাঁধে তার আপতিত প্রায়—
তলিয়ে যায় মহাকালের কৃষ্ণ নীচে মুহূর্তেই
আমার সন্ত্রস্ত নিশাচর সত্তা।

মহাকালের পুচ্ছ ধ'রে
আজও আমার নিশাচর সত্তা একটি আনন্দ-সংগীত
শুনতে পাওয়ার আশায়
আগ্রহী অতিথি হয় পৃথিবীর দ্বারে, কিন্তু
নিলাজ পৃথিবী রোরুদ্যমানাঃ রাত্রি ভেজে ধীরে
কান্না পথরুদ্ধ করে অস্থিসার লোলচর্ম নর-নারীর
সম্মিলিত জনতা হোয়ে—
তলিয়ে যায় মহাকালের কৃষ্ণ নীচে মুহূর্তেই
আমার অপ্রস্তূত নিশাচর সত্তা।

মহাকালের পুচ্ছ ধ'রে
আজও তাই ঝিঁঝিপোকা বিলাপমুখর... আজও তাই
আমার নিশাচর সত্তা একটি আনন্দ-সংগীত
শুনতে পাওয়ার আশায়
ভ্রাম্যমান হয় উড়ন্ত বাদুড়ের সঞ্চারণশীল ডানায়
মিট্‌মিটে জোনাকীর যান্ত্রিক দীপ্তিতে হয় বাচাল
আমার উদগ্রীব নিশাচর সত্তা.....
কখনো বা হাল্‌কা জ্যোৎস্নারাতে
শিশির হোয়ে ঝরে পড়ে
উঁচু টাওয়ারে কিংবা ট্রাফিক-আইল্যান্ডে, হঠাৎ আবার
উস্‌খুস্‌ করে শেয়ালের আঁশটে বুভুক্ষাতে
পরক্ষণেই হয় এলোমেলো শহরের দীপহীন অলিতে-গলিতে
আমার মাতাল নিশাচর সত্তা।

মহাকালের পুচ্ছ ধরে
আজও ওরা সূর্য ভিক্ষা চায় আমার কাছে—
কিন্তু আমি যে অপারগ!
নিষ্ঠুর দানব হস্তগত সূর্যটাকে গড়িয়ে নিয়ে আসেঃ
আবার আমার নিশাচর সত্তা সংকুচিত হয়

অক্ষমতার অপরাধে বন্দী করে আমাকে
জরায়ুর স্বস্তিপূর্ণ নিঃসাড় অন্ধকার গহ্বরে
আমার বিদ্রোহী নিশাচর সত্তা
কান আর মাইকের মাঝে ব্যাপ্ত থাকে
স্থির অকম্প এক ভয়ংকর অপরিবাহী দেয়াল

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৬/০৬/২০০৬

[কবির পরিচিতি জানতে উপরে কবির ছবিতে টোকা দিন]